সংজ্ঞাপ্রকরণ

বৈয়াকরণদের মতে সূত্র ছয় প্রকার – সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ এবং অধিকার। সংজ্ঞা শব্দের সাধারণ অর্থ নাম, যেমন ব্যক্তিবিশেষের নাম বা সংজ্ঞা হল দেবদত্ত। দেবদত্ত হল সংজ্ঞা এবং ব্যক্তিবিশেষ হল তার সংজ্ঞী। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলি সাধারণ অর্থ না বুঝিয়ে বিশেষ কোন অর্থ বা পারিভাষিক অর্থকে বোঝায়। শাস্ত্রে সংজ্ঞা বলতে এজাতীয় শব্দকে বোঝায়। যেমন ধরা যাক **'গুণ'** শব্দটি। ব্যাকরণে গুণ বলতে বোঝায় তিনটি বর্ণ অ এ ও। সাংখ্যদর্শনে সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিনটিকে গুণ বলা হয়। ন্যায়মতে গুণ বলতে রূপ, রস ইত্যাদি চব্বিশটি পদার্থ। আবার আলংকারিকরা গুণ বলতে বোঝেন প্রসাদ, মাধুর্য ইত্যাদিকে। সাধারণলোকে দয়া, ঔদার্য, সততা ইত্যাদি বোঝাতে গুণ শব্দের ব্যবহার করলেও শাস্ত্রকাররা নিজ নিজ পারিভাষিক অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেন। যেসব সূত্রের দ্বারা শাস্ত্রে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্দেশ করা হয় সেগুলি সংজ্ঞাসূত্র। যেমন **'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (১.১.১)**। এই সূত্রে বলা হয়েছে, শব্দশাস্ত্রে বৃদ্ধি নাম দেওয়া হয়েছে তিনটি বর্ণকে আ,ঐ,ঔ। এজন্য বৈয়াকরণরা বলেন, সাক্ষাৎ শক্তিগ্রাহকত্বং সংজ্ঞাসূত্রম্। এজাতীয় সূত্রগুলিই প্রথমে বলা সঙ্গত। কারণ পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ জানা না থাকলে অন্যান্য সূত্রের অর্থ বোধ হয় না। এই হল সংজ্ঞাসূত্রের সাধারণ জ্ঞান।

হলন্ত্যম্

ভূমিকা

হলন্ত্যম্ এই সূত্রটি পাণিনীয় অষ্টাধ্যয়ীর প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের তৃতীয় সূত্র (১- ৩- ৩) । ষড়্-বিধ পাণিনীয় সূত্রের মধ্যে এই সূত্রটি সংজ্ঞা সূত্র । এই সূত্রের দ্বারা ইৎ সংজ্ঞার বিধান করা হয় ।

পদচ্ছেদ

উক্ত সূত্রে দুটি পদ আছে, হল্ ও অন্ত্যম্। প্রথমপদটি বিশেষ্য ও দ্বিতীয়টি তার বিশেষণ।

অনুবৃত্তি পদ সহ সূত্রের অর্থ

উপদেশে অজনুনাসিক ইত্ এই সূত্র থেকে উপদেশে ও ইত্ এই পদদুটির অনুবৃত্তি হয়। অনুবৃত্তি পদসংকলনের দ্বারা এই সূত্রের অর্থ হয়- উপদেশের অন্তর্গত অন্তিম যে হল্ বর্ণ, তার ইত্ সংজ্ঞা হয়। পূর্বসূত্র অর্থাত্ উপদেশে অচ্ অনুনাসিক ইত্ - এর দ্বারা যেরকম অচ্ বর্ণের ইত্ সংজ্ঞা হয়, সেরকম হল্ বর্ণের ইত্ সংজ্ঞা সিদ্ধ করার জন্য এই সূত্রটির প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা

সূত্রস্থ উপদেশ পদের অর্থ আদি উচ্চারণ । ব্যাকরণ শাস্ত্রে পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই ত্রিমুনির উচ্চারণই আদি উচ্চারণ হিসেবে গৃহীত । তাই উপদেশ বলতে ধাতু, সূত্র, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, আগম, নিপাত প্রভৃতির গ্রহণ করতে হবে । যেমন – (যথাক্রমে) ডুকৃঞ্, অইউণ্, নদট্, সন্, তুক্, আঙ্ ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটি এই হলন্ত্যম্ সূত্রের দ্বারা ইৎ হবে।

আবার, যে অন্ত্য ব্যঞ্জনের ইৎ সংজ্ঞা হবে তাকে উপদেশের অন্তর্গত হতে হবে। অন্যথায় ইৎ সংজ্ঞা হবে না। যেমন – অগ্নি শব্দে চি-ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করে পাওয়া যায় অগ্নিচিৎ। এর অন্তিম তকারের ইৎসংজ্ঞা হবে না। কারণ এটি উপদেশ নয়।

আবার, যে বর্ণটির ইৎসংজ্ঞা হবে তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ হতে হবে। এজন্য ভূ সত্তায়াম্ এই ভূ-ধাতুর ঊকারের ইৎসংজ্ঞা হবে না। ভূ- ধাতু হওয়ায় উপদেশ এবং ঊকার অন্তবর্ণ। কিন্তু ঊকার হল্(ব্যঞ্জন) না হওয়ায় ইৎসংজ্ঞা হবে না।
উক্ত সূত্রের ফল হল **‘তস্য লোপ’(১.৩.৯)** এই সূত্রের দ্বারা লোপ হওয়া।

<u>উপদেশোঽজনুনাসিক ইত্</u>

ভূমিকা – মহর্ষি পাণিনিবিরচিত অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের দ্বিতীয় সূত্র হল উপদেশে অজনুনাসিক ইৎ । ষড্-বিধ পাণিনীয় সূত্রের মধ্যে এই সূত্রটি সংজ্ঞা সূত্র । এই সূত্রের দ্বারা ইৎ সংজ্ঞার বিধান করা হয়।

পদচ্ছেদ – এই সূত্রটিতে চারটি পদ বিদ্যমান – উপদেশে, অচ্, অনুনাসিকঃ, ইৎ । উপদেশে এই পদটি সপ্তমীর একবচনে রয়েছে । অচ্ এই পদটি প্রথমার একবচনে রয়েছে । অনুনাসিকঃ এবং ইৎ এই দুটিপদটিও প্রথমার একবচনে রয়েছে ।

এই সূত্রে বহিস্থঃ কোনো পদের অনুবৃত্তি হয় না ।

সূত্রার্থ – উপদেশের অন্তর্গত অনুনাসিক যে অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণ তার ইৎ সংজ্ঞা হয় – ইহাই সূত্রের সামান্য অর্থ ।

ব্যাখ্যা – সূত্রস্থ উপদেশ পদের অর্থ আদি উচ্চারণ । ব্যাকরণ শাস্ত্রে পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই ত্রিমুনির উচ্চারণই আদি উচ্চারণ হিসেবে গৃহীত । তাই উপদেশ বলতে সূত্র, বার্তিক, ধাতু, আদেশ, আগম প্রভৃতির গ্রহণ করতে হবে ।

সূত্রস্থ অচ্ পদের অর্থ হল অচ্ প্রত্যাহার । মাহেশ্বর সূত্রের অইউণ্, ঋ৯ক্, এওঙ্, ঐঔচ্ – এই চারটি সূত্র নিয়ে অচ্ প্রত্যাহার তৈরী হয় । যার মধ্যে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি রয়েছে ।

যে সকল বর্ণগুলি উচ্চারণ করার জন্য মুখ ও নাসিকা উভয়েরই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাদের অনুনাসিক বর্ণ বলা হয়ে থাকে । যেমন – অঁ, ইঁ, উঁ ইত্যাদি স্বর এবং ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ প্রভৃতি ব্যঞ্জন ।

সূত্রের ইৎ পদটি হল একটি সংজ্ঞা এবং এই সংজ্ঞাপদটির সংজ্ঞী হল উপদেশে অনুনাসিক অচ্ ।

তাই সূত্রের অর্থটি এই ভাবে করা যায় – উপদেশে অর্থাৎ সূত্রে, বার্তিকে, আদেশে, ইত্যাদিতে যে অচ্ বর্ণ অনুনাসিক, সেই অচ্ বর্ণের ইৎ সংজ্ঞা হয়।

উদাহরণ – লণ্ সূত্রের অ-কার। এটি চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রের ষষ্ঠ সূত্র। এই সূত্রে ল-কারের পরে যে অ-কার রয়েছে (ল্ অ ণ) সেই অ-কারের উপদেশে অজনুনাসিক ইৎ সূত্রের দ্বারা ইৎ সংজ্ঞা হয়। কারণ এই অ-কার উপদেশে রয়েছে, অনুনাসিক এবং অচ্ প্রত্যাহারের অন্তর্গত। তাই লণ্ সূত্রের অ-কারের ইৎ সংজ্ঞা হয়। ইৎ সংজ্ঞার ফল হল **'তস্য লোপ'(১.৩.৯)** এই সূত্রের দ্বারা লোপ হওয়া।

****